শ্রীশ্রীহরিজী।—

সহায়।—

অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের আইন।

অর্থাৎ

ছোট আদালতের নূতন আইন।—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরেল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে
ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ্চ তারিখে যে আইন জারী করি-
লেন তাহা শ্রীযুত জান সি মার্শমন সাহেবের দ্বারায়
বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা হইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট
গেজেটে বারেং যাহা সর্ব্বসাধারণের নিমিত্তে
প্রকাশ হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুত
মুনশী কমরদ্দীন মহাম্মদ মহাশ-
য়ের অনুমত্যানুসারে কলি-
কাতার জগৎজীবন
যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত
হইল।—

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন ও আবশ্যক হইবেক কলিকাতা
শোভাবাজারের বটতলার পূর্ব্বাংশে মসিদবাটী ইষ্ট্রী-
টের মধ্যে ৯৫ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইতে
পারিবেন ইতি—

ইঙ্গরেজী সন ১৮৫০ সাল।
বাং সন ১২৫৭ সাল।

শ্রীশ্রীহরিজী—

সহায়—

অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।

দেশীয় ডিপার্ট মেন্ট।

লেজিস লেটিব।

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৫ মার্চ।

ভারত বর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।—

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ আইন।—

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ মতে আদায় করণের আইন।—

যে হেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা। দ্বিতীয় জর্জের দত্ত,, চার্টর অফজুষ্টিসের,, এবং তৃতীয় জর্জের রাজ্য কালের সাঁইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক্ট পা-

র্লিমেণ্টের ক্ষমতা ক্রমে এবং ,, কোর্ট কমিস্যনর ও রিকেষ্ট ,, স্থাপনার্থে ও তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি নূতন করণ এবং মতান্তর করণ ও শুধরণার্থে সময় ক্রমে যেং আইন ও ঘোষণা হইয়াছে তাহার এবং ১৮৫৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমতানুসারে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরে অল্প কর্জ্জ আদায় করণে-র জন্যে এক্ষণে যে নানা কোর্ট কমিসানর ও রিকেষ্ট আছে সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রত্যেক শহরে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সলে আইনের রীত্যনুসারে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণা ক্রমে উক্ত শহরের মধ্যে যে দিবস নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং দিবস অবধি এবং তাহার পর এই আইনের বিধির অনুসারে স্থাপন হইবেক ইতি।—

২ ধারা।- এই আইনের মধ্যে" হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ,, অথবা" স্থপ্রিম কোর্ট" এইং কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীতে যেব্যক্তি বা ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহার দিগকে এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত স্থপ্রিম কোর্টকে বুঝাইবেক। কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের সম্পর্কে বুঝাইবেক ইতি।—

৩ ধারা। উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নির্দ্দিষ্ট হয় তদবধি ও তাহার পর ঐ ঘোষণাতে উল্লিখিত আদালতের মূল নিয়ম অথবা কার্য্যের রীতির বিষয়ে উক্ত" চার্টর অফ জুষ্টিসের ,, এবং ঐং আক্ট পার্লিমেণ্টের সকল বিধান ও যে কোন আইন বা ঘোষণা ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।—

৪ ধারা। এই আইনানুসারে যে নানা আদালত স্থাপন হয় তাহার নাম (   ) স্থানের অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত হইবেক এবং ঐ শুন্য স্থানে বিষয় বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই লিখিতে হইবেক ইতি।—

৫ ধারা। যেসকল প্রদেশ এক্ষণে কোর্ট রিকুেষ্টের এলাকার মধ্যে আছে এবং সময় ক্রমে অন্য যে প্রদেশ শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই২ প্রদেশের মধ্যে আইনানুসারের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকা থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোন আদালতের এলাকা বিস্তার করণের কোন ঘোষণা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি।—

৬ ধারা। এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা " কোর্টরিকার্ড ,, হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিকুেষ্ট জ্ঞান হইবেক ইতি।—

৭ ধারা। এই আইনের দ্বারা ঐ আদালতের মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতির মতান্তর হওনের পূর্ব্বে উক্ত কোন আদালতে যেসকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে আরম্ভ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই কার্য্য সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও প্রবল হইবেক। এবং যদি সেই২ কার্য্য অনবরত চলন বা জারী কি প্রবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় তবে ঐ ২ আদালত এই আইন সম্পূর্ণরূপে জারী করণার্থে যে২ হুকুম করণের আবশ্যক বোধ করেন সেই২ হুকুম করিতে পারেন ইতি।—

৮ ধারা। শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কেন্সেলে ঐ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে

জজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে একজন ভারত বর্ষের কোন এক স্বুপ্রিম কোর্টের অথবা স্কটলণ্ড দেশের সেশন আদালতের বারিষ্টর অথবা আড বোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী সাহেব হইবেন ইতি।—

৯ ধারা। এই আইনানুসারে নিযুক্ত কোন জজ ঐ জজী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় কোন আদালতে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে আড বোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী বা আটর্ণি কি উকীলী কর্ম্ম করিবেন না অথবা আপনার উপকারের জন্যে কি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবেননা কিম্বা ঐ উকীলী কর্ম্ম কারির কি বাণিজ্য বাব্যবসা কারির বখরা দার হইবেন না ইতি।—

১০। শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলের দরখাস্ত ক্রমে ভারত বর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি।—

১১ ধারা। স্বুপ্রিম কোর্টের যে কোন জজ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবেরা এই আইন সকল করণের বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হন তিনি কি তাঁহারা এই আইন মতে নিযুক্ত জজের সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং তিনি কি তাঁহারা অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ হইলে যে রূপে এই আইনানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেই রূপে স্বুপ্রিম কোর্টে বসিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং যতকাল হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর সাহেব বোধকরেন যে স্বুপ্রিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতে সম্মত হওয়া জজ সাহেব দিগের দ্বারা ঐ আদালতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে ততকাল এই আইনানুসারে কোন জজ নিযুক্ত হইবেননা ইতি।—

১২ ধারা। অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের যেসকল কর্ম্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে স্থপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকর্দ্দমায় স্থপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ সাহেব সেই২ কর্ম্মের নিমিত্তে স্থপ্রিম কোর্টের যে২ আমলাকে সময়ে২ নিযুক্ত করেন সেই আমলারাই ঐ২ কর্ম্ম করিবে এবং এই আইনের দ্বারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে ও বেইলিফের দিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নির্ব্বিঘ্নতা দেওয়াযায় তাহা উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তির দিগকে দেওয়া যাইবেক এবং স্থপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ জজ সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধকরেন তত টাকা মেহনতানা বলিয়া ঐ আমলার দিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অবশিষ্ট রসুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি।—

১৩ ধারা। এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক সাহেব থাকিবেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেবেরা তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্তু ঐ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্ নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। যদি আবশ্যক হয় তবে শ্রীযুত গবর্ নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি ক্রমে অধিক ক্লার্ক সাহেব নিযুক্ত হইতে পারেন ইতি।—

১৪ ধারা। প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা দিবেন এবং আদালতের সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন এবং আদালতের সকল রসুম এবং আদালতের মধ্যে যে সকল জরীমানা দেয় বাদত্ত হয়

তাহা এবং যেসকল টাকা আদালতে দাখিল হয় বা আদালত হইতে বাহির করা যায় তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেবের জিম্মায় থাকিবেক এবং তিনি তাহার হিসাব রাখিবেন এবং সেই সকল রসুম ও জরী নানা ও টাকার হিসাব আদালতের যে এক বহী তিনি তন্নিমেত্তে রাখেন সেই বহীর মধ্যে তুলিবেন এবং মাসে২ অথবা অন্য যে২ সময় শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই২ সময়ে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সলে যে রূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ হিসাব মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি।—

১৫ ধারা। ঐরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময় ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে আদালতের বেই লিপী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সলে সময় ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদ পেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেকনা। এবং ঐ জজ সাহেবেরা আপনার দের বিবেচনা মতে এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সস্পেণ্ড অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি।—

১৬ ধারা। ঐ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এবং আদালত হইতে যে সকল সমন ও হুকুম দেওয়াযায় এবং যেসক ল ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবেক এবং ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে আদাল তের কার্য্যের রীতির নিয়মের জন্যে সময় ক্রমে যে সকল সাধারণ বিধি হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।—

১৭ ধরা। উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কর্ম্ম কারক যদি আপনি অথবা আপনার কোন বখরা দারের দ্বারা সপ

ষ্ট রূপে বা অস্পষ্ট রূপে কোন প্রকারে আটর্নি অথবা উকীল কি মোক্তারের ন্যায় কার্য্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন ব্যক্তি কর্জ্জের নালিশেতে বা আইন উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁহার নামে স্থপ্রিম কোর্টে নালিশ করে তাহাকে পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেন ইতি।—

১৮ ধারা। ঐক্লার্ক সাহেব এবং বেইলিফ আপনং পদের কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইন ক্রমে তাঁহারা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব দেওন ও টাকা দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তাঁহারদের যে টাকা দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময় ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন তত টাকার জামিন তাঁহারা সেই রীতি এবং সেই নিয়মানুসারে দিবেন ইতি।—

১৯ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার টাকা প্রতি দুই আনা কমিস্যন। এবং যে হিসাব ঐ আদালতের" সাধারণ হিসাব" নামে খ্যাত সেই হিসাবে ঐ রসুম সকল জমা হইবেক ইতি।—

২০ ধারা। উক্ত নিরিখানুসারে অথবা কমিস্যন সমন দেওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক। অন্য প্রত্যেক কার্য্যের রসুম কার্য্য হওনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি দিবেক। ফরিয়াদী যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ডিক্রী হয় তবে আসামী কোন গতিকে ডিক্রী হওয়া টাকার হিসাবে যে

রস্থম অথবা কমিসান দেয়হয় তদপেক্ষা অধিক টাকা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেক না। মোকদ্দমা শুনানি হওনের পূর্ব্বে বাদি প্রতিবাদির দের সোলে নামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে সেই সময় পর্য্যন্ত যে রস্থম দাখিল হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক যেং ব্যক্তি তাহা দিল তাহার দিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। দরিদ্র ফরিয়াদীরা রস্থম বা কমিস্যান আমানৎ নাকরিলে কিম্বা তাহার একাংশ মাত্র আমানৎ করিলে উক্ত আদালতের জজ সাহাবেরা আপনার দের বিবেচনা মতে তাহার দিগের পক্ষে সমন দিতে পারেন এবং দরিদ্র ফরিয়াদীর দিগকে সমুদয় খরচা কি একাংশ ক্ষমা করিতে পারেন ইতি।——

২১। এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে যেং রস্থম লইতে হইবেক তাহার সংখ্যা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে যে রূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কমাইতে পারেন এবং পুনরায় তাহা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রস্থম লওয়া যাইবেক না ইতি।—

২২ ধারা। শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাকা থাকে বা অন্য যে কোন টাকাথাকে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখনের জন্যে এবং ঐ প্রকার বাকী টাকা এবং অন্যান্য টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যয় করণের বিষয়ে যেং নিয়ম উপযুক্ত বোধকরেন সেইং নিয়ম করিতে পারেন ইতি।—

২৩ ধারা। রবিবার দিন ও ক্রিসমিস ডে অর্থাৎ বড়দিন ও গুড ফ্রাইডে এবং এ দেশীয় বা অন্য যেপরবের দিন শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতকে মানিতে হুকুমদেন সেইং দিবস ছাড়া ঐ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন। এবং জজ

সাহেবেরদের প্রত্যেকজন একি সময়ে অথবা ভিন্নং সময়ে অন্য ২ জজহইতে পৃথক্ বৈঠক করিতে পারেন অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে পারেন। এবং উক্ত জজ সাহেবের একজন বা দুইজন সেইরূপে পৃথক্ বৈঠক করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালত সম্পর্কীয় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল ক্ষমতা তাঁহার থাকিবেক ইতি।—

২৪ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্য শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুম ক্রমে এক মোহর করা যাইবেক। এবং ঐ আদালত হইতে যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়াযায় তাহাতে ঐ আদালতের মোহরলার দ্বারা বা কালিদিয়া বসান যাইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতের মোহর বা কোন হুকুম কৃত্রিমকরে অথবা ঐহুকুম-কৃত্রিম জানিয়া তাহা জারী করে বা চালায় বা যে কোন লিপি মিথ্যারূপে ঐ আদালতের কোন সমন বা অন্য হুকুমের নকল কহা যায় এইমত লিপি কৃত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা দেওয়ায় অথবা যে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা ছেতুতে অথবা সেই হুকুমের ছলে কোন কার্য্য করে বা কার্য্য করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি ,, ফেলোনির ,, অপরাধের দোষী হইবেক ইতি।

২৫ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ বা ক্ষতি পুরণের দাওয়া কিম্বা বিরোধি সম্পত্তির মূল্য পাঁচশতটাকার অধিক না হয় তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর বা প্রকারান্তরের হউক সেই সকল মোকদ্দমা ঐ অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এবং উক্ত আদালতে সেইরূপে যেসকল মোকদ্দামা

উপস্থিত হয় তাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং একুটিপক্ষে সুপ্রিমকোর্টের বৈঠক হইলে যে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতে আইনমত কোন দাওয়ার মাতবর প্রতিবন্ধকজ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের বিষয়ে বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বা ভারতবর্ষের কিম্বা কোন রাজধানীর কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে যে কোন ক্রিয়া করেন বা করিবার হুকুমদেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুম ক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম করাযায় তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম্ম করেন বা করিতে হুকমদেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে কিম্বা কোন আদালতের কি জজ সাহেবের বা আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্ম কারকের কোন ডিক্রী বা হুকুম অনুসারে কোনব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে কিম্বা অপবাদ কি তহমতের নালিশের বিষয়ে ঐ আদালতের কোন এলাকা থাকিবেকনা ইতি।

২৬ ধারা। যে কোনব্যক্তি এইআইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মোহর করা একসমন দিবেন তাহাতে নম্বর থাকিবেক এবং তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও মোকদ্দমার হেতু এবং যে সকল বেওরা সময়ক্রমে আদালতের বিধান মতে লিখিবার হুকুমহয় তাহা ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক। এবং ঐ আদালতের যে দিবসের বৈঠকে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্বে যত দিবস আদালতের কার্য্যের

রীতির বিধানে নির্দ্দিষ্ট হয় তত দিবসের পূর্ব্বে ঐ সমন আসামীর উপর জারী হইবেক। এবং ঐ সমন আসামীকে দেওয়াগেলে অথবা অন্য যেপ্রকার কার্য্যের রীতিতে নির্দ্দিষ্টহয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহা প্রকৃতরূপে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ সমনের লিখিত ব্যক্তি বা স্থান যদি এমতে বর্ণনা করাযায় যে তাহা সামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতিক্রম থাকিলে বা ব্যক্তির কিম্বা স্থানের অনুপযুক্ত বর্ণনা থাকিলে তাহাতে ঐ সমন বাতিল হইবেক না ইতি।—

২৭ ধারা। এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম থাকিলেও ঐ সমন বাতিল হইবেকনা এবং আদালতের জজ সাহেবেরা ঐব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এবং তদনুসারে রিকার্ড শুধরাইতে পারেন। এবং ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্টহওনের সময়ে যদি আসামী কিম্বা আসামীরদের মধ্যে একজন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম না হইলে যে রূপে মোকদ্দমার শুননি হইত সেইরূপে ঐ রিকার্ড শোধিতহওনেরপরে মোকদ্দমার শুননি হইবেক। কিন্তু যদি আসামী কিম্বা আসামীরা হাজির না থাকে তবে আসল সমনের একিনম্বরের ও তারিখের একনূতন সমন জারি হইবেক এবং তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শুধারা বিবরণ লেখা থাকিবেকইতি।—

২৮ ধারা। মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে যেসকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে বাস করিতেছে বা ব্যবসা করিতেছে কিলাভের জন্যে খাটিতেছে অথবা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিম্বা ছয়মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ছয়মাসের মধ্যে সেই প্রদে-

শে বাস করিতেছিল বা ব্যবসা করিতেছিল কি লাভের জন্যে খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।—

২৯ ধারা। উক্ত আদালতের কোন সমন কি অন্য হুকম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারি করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে দেখান যাইতে পারে এবং তাহাতে ঐ মাজিস্ট্রেট অথবা আদালতের জজসাহেব তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইলে ঐ আদালত কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাঁহা জারী হইতে পারে। এবং এইরূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন বা হুকুম হয় সেই আদালতের বেইলিফ ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক ইতি।—

৩০ ধারা। ঐ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হয় সেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমাণ কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করা সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে। এবং যে প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম জারী করণিয়া বেইলিফ অগত্যা অবর্ত্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী হওনের প্রমাণ সেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।—

৩১ ধারা। এই আইনানুসারে স্থাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিয়ানা অথবা চুক্তিরজন্যে অথবা চাকরের ন্যায় খাটনেরজন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচশতের অধিক না হ-

ইলে সেই নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে রূপে নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি।—

৩২ ধারা। যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকীহিসাব মোকাবিলা করণে বাকী টাকার সমুদয় বা কিয়দংশহয় কিম্বা যে ব্যক্তি উইল না করিয়ামরে তাহার সম্পত্তি বিভাগে টাকাহয় অথবা উইলক্রমে কোন দানের টাকাহয় বা টাকার এক অংশহয় তবে এইমত দাওয়া পাঁচশত টাকার অধিক নাহইলে তাহার বাবৎ নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারে ইতি।—

৩৩ ধারা। কোন এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে পারেন সেইরূপে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং এইরূপ গতিকে সুপ্রিমকোর্টে যেরূপ ডিক্রী হইত ও তাহা যে রূপে জারী হইত সেইরূপে ডিক্রী হইবেক কিন্তু কোন ব্যক্তি যাঁহার এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরহন তাঁহার মরণের পর ছয়মাস অতিত না হইলে সেইব্যক্তির এক্সেকিটর কি আডমিনিষ্ট্রেটর স্বরূপ আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি।—

৩৪ ধারা। উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খণ্ডং করিতে পারেনা? কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদীর পাঁচশতটাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অধিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এবং তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও সমনে লিখিত হইবেক।এবং তাহাতে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমা প্রমাণ করিলে পাঁচশত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্ত আদালতের এই ডিক্রী হইবেক যে মোকদ্দমার সেই কারণ

সম্পর্কে যত দাওয়াছিল সেই সকল এই ডিক্রীর দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিস্পত্তি হইয়াছে এবং তদনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব এবং বাঙ্গালাদেশের ফোর্ট-উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ও অন্তঃপাতি সাহেব এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিমকোর্টের চিফ জুষ্টীস এবং জজ সাহেবেরা এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের পরওয়ানা ক্রমে গ্রেফ্তার অথবা কয়েদ হইতেপারেন না এবংশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি ভিন্ন ১৮৪৪ সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যেং ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের বিপরীত উক্ত আদালত হইতে কোন রিট কি পরওয়ানা বাহির করা যাইবেক না ইতি।—

৩৬ ধারা। এই আইনানুসারে চুক্তি ক্রমে কিম্বা অন্যায় প্রযুক্ত যে দাওয়া আদায় হইতে পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রতিকূলে থাকে এবং তাহারা সাধারণে তদ্বিষয়ে দায়ী তখন ঐ ব্যক্তিরদের কোন একজনের উপর হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে দায়ী আছে তাহারদের উপর যদ্যপি হুকুমজারী না হইয়া থাকে বা তাহাদের নামে নালিশ না হইয়া থাকে অথবা যদ্যপি ও তাহারা আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকে তথাপি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের উপর হুকুমজারী হইয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে ডিক্রী হইতে পারে এবং সেই ডিক্রীজারী হইতে পারে। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে ডিক্রী হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে

সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য যে কোনব্যক্তি সাধারণে দায়ীছিল তাহার স্থানে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে ঐ দেনার অংশের দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে। এবং যদি ভ্রমক্রমে কোন ব্যক্তির দিগকে আসামী করা গিয়াছে তবে যে আসামীরদের বি-রুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয় কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মোকর্দ্দমা চালাইতে জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন এবং কেবল তাহারদের প্রতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তির দি-গকে অনুচিত মতে আসামী করা গিয়াছিল সেই ব্যক্তির দিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।—

৩৭ ধারা। আদালতের জজ সাহেবেরা যে২ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই২ মোকদ্দমায় বৃত্তান্ত ঘটিত বি-ষয় এবং আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিমকোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি।—

৩৮ ধারা। যে দিবস সমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিবসে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এবং আসামীকে জওয়াব দেওনার্থে উপস্থিত হইবার হুকুম হইবেক। এবং আদালতে উত্তর দেওয়া গেলে জজ সাহেবেরা সরাসরী মতে সেই বিষয়ের বিচার করিবেন এবং আর কোন সওয়াল জওয়াব বিনা এবং বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া ডিক্রী করিবেন ইতি।—

৩৯ ধারা। যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কা-রণ থাকে তবে তাহা পাঁচশত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফরিয়াদীর দাওয়া হইতে আসামী তাহা বাদদিতে পারিবেক এবং যদি এইমত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে এই আইনানুসারে তাহার স্থানে যেকর্জ্জ কি খেসারৎ ও খরচা আদা-

য় হয় তাহা বাদ দিয়া আসামী কেবল আসল দাওয়ার বাকীর বাবৎ ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে পারে ইতি ।——

৪০ ধারা। জজসাহেবেরা কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে সেই মোকদ্দমা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তির দিগকে এবং যে রূপে এবং যে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন সেই ব্যক্তিকে সেইরূপে এবং সেই নিয়ম ক্রমে সালিসাতে অর্পণ করিতে পারেন এবং উভয় বিবাদির মধ্যে ঐ আদালতের বিচার্য্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে তাহা একি সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন করা পারেন। এবং ঐ অর্পিত মোকদ্দমা জজসাহেবদের অনুমতি বিনা বাদি প্রতিবাদী সালিস হইতে উঠাইয়া লইতে পারেনা। এবং সালিস বা সালিসেরদের কিম্বা মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা ঐ মোকদ্দমায় ডিক্রীস্বরূপ লেখা যাইবেক এবং জজসাহেবের দ্বারা করাগেলে যে রূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা বহীতে লিখনেরপর একসপ্তাহ অতীত হইলে যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত হইলে সেই ফয়সলা অন্যথা করিতে পারেন অথবা উভয়পক্ষের সম্মতি ক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন কি পূর্ব্বোক্ত মতে নূতন সালিসীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতেপারেন ইতি।——

৪১ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবদিগকে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরদের অনুমতি ক্রমে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে আদালতের ব্যবহার ওকার্য্যের রীতির জন্যে যে সকল সাধারণ বিধির আবশ্যক তাহা করেন ও প্রকাশ করেন এবং আদালতের যে প্রত্যেক কার্য্যের বিষয়ে কোন পাঠ

নির্দ্দিষ্টকরা তাঁহারদের উচিত বোধহয় সেই কার্য্যের জন্যে তাঁহারা পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন এবং আদালতের ক্লার্কসাহেবের যেসকল বহী ও খাতা ও হিসাব রাখিতে হয় তাহা রাখণের বিষয়ের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং সময়ক্রমে ঐ বিধি অথবা পাঠ মতান্তর করেন। এবং যে বিধি এইরূপে করা যায় এবং যে পাঠ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এবং তাহা মঞ্জুর হওনার্থে সুপ্রিমকোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু ঐ আদালতে তাহা যাবৎ গরমঞ্জুর নাহয় তাবৎ তাহা প্রবল থাকিবেক। এবং যে কোন গতিকে এই আইনের মধ্যে অথবা উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষনিয়ম না থাকে সেই২ গতিকে জজ সাহেবেরা আপন২ বিবেচনা ক্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এবং কার্য্যের বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের সাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইতি।

৪২ ধারা। যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিন পর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদী হাজির নাহয় তবে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইবেক। এবং যদি ফরিয়াদী উপস্থিত হয় কিন্তু আপনার দাওয়ার বিষয়ের আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ দিতে নাপারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে ননস্থট করিতে পারেন অথবা আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং এই উভয় গতিকে যদি আসামী উপস্থিতহয় কিন্তুদাওয়া স্বীকার নাকরে তবে জজসাহেবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময়হরণের জন্যে যে টাকা তাহারদের বিবেচনায়ওয়াজিবী বোধহয় তাহা তাহাকে

দেওয়াইতে পারেন। এবং যে কর্জের অথবা খেসারতের টাকাদি-তে আদালত হুকুম করেন সেইকর্জ প্রভৃতি যেমতে ও যে উপায়ে-র দ্বারা আদায় হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে ঐ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী তলব হইলে হাজির নাহয় এবং যদি আসামী অথবা তাহার পক্ষে রীতি মতে নিযুক্ত অন্যব্যক্তি হাজির হয় এবং যতটাকার দাওয়া হইয়াছিল তাহা সমুদয় স্বীকার করে এবং ফরিয়াদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয় তাহা দেয় তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।—

৩৩ ধারা। যেদিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিন পর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি আসামী হাজির নাহয় অথবা হাজির না হইবার মাতবর কারণ না জানায় কি আদালতে তলব হইলে জওয়াব দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে আসামীকে হাজির করা ওণার্থে ক্রোকী পরওয়ানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনা ক্রমে কেবল ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এবং বাদি প্রতিবাদী হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেরূপ সিদ্ধ হইত তাহা সেইস্থলে সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দমায় জজ সাহেবেরা আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে, অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থানে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এবং তাহাজারী স্থগিত করিতে পারেন। এবং নূতন মোকদ্দমার মাতবর কারণ

তাঁহার দিগকে দর্শান গেলে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং খরচা দেওনের বিষয়ে এবং কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে যে যে নিয়ম উপযুক্ত বোধকরেন সেই সেই নিয়ম করিতে পারেন ইতি

৪৪ ধারা। জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের কি জওয়াব দেওনের জন্যে ফরিয়াদী অথবা আসামীকে অধিক সময়দিতে পারেন এবংসময়ক্রমে যেমত তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার শুনানি বা পুনশ্চ শুনানি অন্য দিবস পর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা। কর্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোনটাকা পাইবার জন্যে এই আইনানুসারে যে নালিশহয় তাহার আসামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ বিধিতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যতটাকা সেইব্যক্তি ফরীয়াদির দাওয়ার সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধকরে তাহা এবং ঐ টাকা দেওনের সময় পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যেসকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল করিতে পারে এবং ঐ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু আসামী যদি মোকদ্দমা চালাইতে স্থিরকরে এবং যত টাকা আদালতে এইরূপে দাখিল হইয়াছিল যদি ফরিয়াদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী নাহয় তবে সেইটাকা দাখিল করণেরপর আসামীর ঐ মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ফরিয়াদী আসামীকে দিবেক এবং সেই খরচার সংখ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তৎপরে সেই খরচাদিতে ফরিয়াদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন ইতি।

৪৬ ধারা। এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্যকার্য্য শুনানি

অথবা বিচারের সময়ে ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের এবং তাহারদের স্ত্রীর এবং অন্য সকল ব্যক্তির জোবানবন্দী ফরিয়াদী কি আসামীরপক্ষে লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মান্যা স্ত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুসারে আদালতেহাজির করাওন অনুপযুক্ত হয় তাহারদের জোবানবন্দীর বিষয়ে যে সকল আইন চলনআছে তদ্দৃষ্টে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।—

৪৭ ধারা। প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক অথবা আইনমতে কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লওয়াযাইবেক এবং এই আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়াযায় সেইব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এবং ঘুষ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদেয় তবে সেইব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধীজ্ঞান হইবেক ইতি।—

৪৮ ধারা। এই আইনানুসারের নালিশ বা অন্যকোন কার্য্যে বাদি বা প্রতিবাদী ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবের দফতরে সাক্ষিরদের নামে সমন পাইতেপারে এবং তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও লিপিআনিবার হুকুম ঐ সমনেরমধ্যে দেওয়াযাইতেপারে বা নাপারে এবং ঐ সমনে যতব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধহয় তাহালেখা যাইতে পারে ইতি।—

৪৯ ধারা। যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনেরদ্বারা জারীহয় অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট অন্যকোন প্রকারে জারীহয় সেইব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনাহাজির হইতে অথবা ঐ সমনে যে কেতাব বা কাগজপত্র কি লিপি আনিবার হুকুমআছে তাহাআনিতে ক্রটি

কিম্বা অস্বীকারকরে এবং আদালতে উপস্থিত থাকা যে কোনব্যক্তিকে সাক্ষ্যদিবার হুকুমহয় সেইব্যক্তি যদি শপথ করিতে এবং সাক্ষ্যদিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব একশতটাকারমধ্যে যতটাকা জরীমানা নির্দ্দিষ্টকরেন সেইব্যক্তি তত টাকা জরীমানা দিবেক। এবং ঐ সমুদয় জরীমানা বা তাহার কোন অংশ খরচাবাদে জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ অস্বীকার অথবা ক্রটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতিহইয়াছে সেইব্যক্তির ক্ষতি পূরণার্থে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।—

৫০ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ্জ অথবা দাওয়া ত্রিশটাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসামীর নামে সমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার দ্রব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকা হইতে প্রস্থান করিতে কি আপনার জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেইব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এবং ঐ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী নাহওন পর্য্যন্ত সময়ে ২ আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এবং সেই মোকদ্দমায় যে টাকা ও খরচা তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীহয় তাহাদেওনের বিষয়ে যাবৎ জামিন নাদেয় তাবৎ তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।—

৫১ ধারা। এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরীমানার হুকুমহয় তাহার টাকা যেরূপে ঐ আদালতে ডিক্রী হওয়া

কর্জের টাকা আদায় হয় সেইরূপে জজ সাহেবেরদের হুকুম ক্রমে আদায় হইতে পারে এবং এই আইনের লিখিতমতে তাহার হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি ।

৫২ ধারা। এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্য্যের যেসকল খরচার বিষয়ে ইহার মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমতে বাদী প্রতিবাদীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা অংশাংশমতে তাহা দিবেক এবং যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যে রূপে জারী হয় সেই রূপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা। এই আইনের মধ্যে যে বর্জিত হুকুম আছে তাহা ছাড়া এই আইনানুসারে স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদী প্রতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যেপ্রত্যেক গতিকে জজসাহেবেরদের নিকটে এইমত হৃদ্বোধমতে প্রমাণ না হয় যে ফরিয়াদীর অথবা আসামীর পক্ষে আদালতের ডিক্রী করা উচিত সেই ২ গতিকে ঐ জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই ২ গতিকে তাঁহারা যে২ নিয়ম ওয়াজিবী বুঝেন সেই ২ নিয়মক্রমে নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ইতি মধ্যে মোকদ্দমার সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৫৪ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় সেই মোকদ্দমার কর্জ বা খেসারতে বা

সম্পত্তির মূল্যের দাওয়া একশতটাকার অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা ঐ আদালত হইতে খারিজ হইয়া সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারেনা! এবং একশতটাকার অধিক হইলেও যদি ঐ সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবের এইমত সুবোধ প্রমাণ না হয় যে ঐ মোকদ্দমায় এইমত কোন আইন ঘটিত কি একুটি ঘটিত বিষয় উপ্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে যে তাহা কঠিন কি নব্য কিম্বা সাধারণমতে গুরুত্ব হওয়া প্রযুক্ত অথবা অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে এইপ্রযুক্ত তাঁহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টের বিচারে অর্পণ হওনের যোগ্য হয় এবং যদি ঐ জজ সাহেব তদনুসারে অনুমতি না দেন তবে সুপ্রিকোর্টে সেই মোকদ্দমা অর্পণ হইতে পারেনা এবং সুপ্রিমকোর্টে অর্পণ হইলে খরচা দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে ঐ সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেব যে রূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৫৫ ধারা। অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা আইন সম্পর্কীয় কি একুটি সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ে তাঁহারদের সন্দেহ জন্মে অথবা যে বিষয়ে মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী তাঁহারদিগকে সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবেরদের মত জিজ্ঞাসা করণার্থে পৃথক রাখিতে প্রার্থনাকরে সেইবিষয় ঐ অল্পমূল্যের মোকদ্দমায় আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্থবে রাখিতে পারেন এবং যে বিষয়ে তাঁহারদিগকে এইরূপে উক্ত সুপ্রিমকোর্টে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছে সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিমকোর্টেরমতের অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা মোকদ্দমার ডিক্রী করিবেন। যদি কেবল দুইজন জজ

সাহেব একসঙ্গে বসেন এবং তাঁহারদের মতের ঐক্য নাহয় তবে যে বিষয়ে অনৈক্যহয় তাহাউক্ত প্রকারে সুপ্রিমকোর্টে জিজ্ঞাসা করাযাইবেক ইতি।—

৫৬ ধারা। যে কোন কর্জ বা ক্ষতি অথবা খরচার বিষয়ের উক্ত আদালতে ডিক্রীহয় সেইকর্জ প্রভৃতি যে সময়ে বা যে সকল সময়ে এবং যে কিস্তিবন্ধীক্রমে দেওয়া যাইবেক তাহার বিষয়ে জজ সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন। এবং জজ সাহেবেরা অন্য প্রকার হুকুম নাদিলে সেইসকল টাকা আদালতে দাখিল করাযাইবেক ইতি।—

৫৭ ধারা। যদি বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত ডিক্রী হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে অধিক টাকার ডিক্রীহইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তিরপক্ষে ডিক্রীজারী হইবেক এবং অল্পসংখ্যক ডিক্রীর টাকা বাদদিয়া যতটাকা বাকীথাকে কেবল তাহারজন্যে ডিক্রীজারী হইবেক। এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষয় এবং অল্প সংখ্যক টাকার ডিক্রীর পরিশোধের বিষয় নিদর্শন বহীরমধ্যে লেখাযাইবেক এবং যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তবে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে ইহা লেখাযাইবেক ইতি।—

৫৮ ধারা। আদালত কোন টাকা দেওনের বিষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সময় সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা বা হুকুম বিনা সেইহুকুম জারী করণার্থে সেইব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার সম্পত্তি কি জিনিসপত্র ক্রোক হইবেক। এবং যে ব্যক্তিরপক্ষে ডিক্রীহইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ আদালতের মোহর করা

ডিক্রী জারীর একরিট ঐ আদালতের কোন একজন বেইলিফকে দিবেন এবং ঐ রিটের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকাদিবার হুকুমহয় তাহা এবং ডিক্রী জারীর খরচা সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যায় সেই জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক। এবং সকল সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমলা আপন২ এলাকার মধ্যে ঐ রিট জারী করণের সাহার্য্য করিবেক ইতি।——

৫৯ ধারা। যদি ঐ আদালত কোন টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিয়া থাকেন তবে সেইহুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ক্রটিনাহইলে ঐ হুকুমক্রমে জারীর কার্য্য হইবেক না। এবং তাহাহইলে আর কোন এত্তেলা অথবা হুকুম বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অথবা তাহার যে অংশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহারপর কোন সময়ে আদালতের মোহর ক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে কিম্বা ক্রমে২ জারীর কার্য্য হইতে পারে ইতি।——

৬০ ধারা। যখন এই আইনানুসারের ডিক্রী জারী ক্রমে কোনব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে যে জেলখানা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখানা নির্দ্দিষ্টকরেন সেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া জাইবেক এবং ছয় কালেণ্ডর মাসের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম ঐ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে সেইমিয়াদ পর্য্যন্ত সেইব্যক্তি সেইখানে থাকি-

বেক কিন্তু ছয়মাস অতীত হওনের পূর্ব্বে যদি আসামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক ইতি।——

৬১ ধারা। কোনব্যক্তি একি ডিক্রীরজন্যে দুইবার কয়েদ হইবেকনা এবং একি ডিক্রীক্রমে একিসময়ে ডিক্রীজারী করণার্থে আসামীকে কয়েদ করিতে এবং তাহার জিনিস জব্দ করিতে হুকুম হইবেকনা ইতি।——

৬২ ধারা। যে কোনব্যক্তি এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোনব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেইব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্রতি দেড়আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ক সাহেবের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং ক্লার্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে ঐ টাকাজেলখানার অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি।——

৬৩ ধারা। যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছে তাহাকে এইরূপে প্রত্যেক ওয়ারণ্ট জারী হওনের এত্তেলা অগৌণে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে সেইব্যক্তি যে মাসে ওয়ারণ্ট জারী হইল সেইমাসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং তৎপরে সেইরূপে যে প্রত্যেকমাস খাতক তাহার মোকদ্দমায় কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্যহয় সেই মাসের জন্যে মাসে২ আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি।——

৬৪ ধারা। ঐ খোরাকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হইবেক এবং যে মহাজন তাহাকে কয়েদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ক্রটিকরে তবে আসামী আদালতের হুকুমক্রমে খালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬৫ ধারা। যত খোরাকী টাকা আসামীর আহারাদিতে ব্যয়হয় তাহা মোকদ্দমার খরচার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপেব্যয় নাহয় তাহা ঐ টাকা দেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—

৬৬ ধারা। যখন কোন আসামী কোনকর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা একেবারে অথবা যে কিস্তিবন্দী আদালত ওয়াজিবী বোধ করেন সেই কিস্তিবন্দীক্রমে দিবার উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাবকরে তখন সেই জামিন দেওয়াগেলে আদালত তাঁহাকে খালাস করিবার হুকুমদিতে পারেন ইতি।—

৬৭ ধারা। কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা সম্পূর্ণ রূপে দেওয়াগেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।—

৬৮ ধারা। যদি কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামী কয়েদ হওন প্রযুক্ত সেইকর্জ প্রভৃতি দেওনের দায় হইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু আসামীর তৎসময়ে যেসম্পত্তি থাকে অথবা তাহারপর যে সম্পত্তি প্রাপ্তহয় সেই সকল তাহার জেলখানা হইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেইকর্জের যে অংশ পরিশোধ না হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং আসামীর আহারাদিতে যে খোরাকীটাকা নিতান্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহা ও তাহার দিতে হইবেক ইতি।—

৬৯ ধারা। যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ানা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি জারীকরে সেই বেইলিফ ঐ পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে সেই ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড় চোপড় ও বিছানা ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ও সরঞ্জামছাড়া সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ

করিতে পারে এবং যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রীজারী হয় সেইব্যক্তির কোন নগদটাকা বা ব্যাঙ্কনোট এবং কোন চেক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরীনোট কিখৎ কি টাকার নিদর্শন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি। —

৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন চেক বা হুণ্ডী কি প্রোমিসরিনোট বা খৎ অথবা টাকার কোনপ্রকার নিদর্শন বা জামিনীনামা ঐ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিয়াছে কিম্বা লইয়াছে তাহা ঐ বেইলিফ ক্লার্কসাহেবকে অথবা অন্য যেব্যক্তিকে তাহা লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাঁহাকে দিবেক। এবং ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে আদায় বা উসুল নাহইয়াছে সেই ভাগের বাবৎ ঐ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর উপকারার্থে জামিন বা জামিন সকল স্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক। এবং যে টাকা বা টাকা সকল ঐ নিদর্শন প্রভৃতির দ্বারা ধার্য্য হইল অথবা দেয় হইল সেইটাকা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে ঐ ফরিয়াদী আসামীর পরিবর্ত্তে অথবা যে কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আসামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ টাকা পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি। —

৭১ ধারা। যদি কোনসময়ে আদালতের এইমত হৃদ্বোধহয় যে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা আসামীর স্থানে উসুলকরিতে হইবেক অথবা তাহার যে কিস্তি পূর্ব্বোক্তমতে দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সেই আসামী পীড়া বা অন্যকোন মাতবর কারণ প্রযুক্ত দিতে ও পরিশোধ করিতে পারেনা তবে ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ঐ মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী বা হুকুম কি ডিক্রীজারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা যতকাল

ও যে নিয়মে তাঁহারা উচিত বোধকরেন ততকাল ও সেই নিয়মক্রমে মৌকুফ অথবা স্থগিত করিতে পারেন। এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ সেইপ্রকার প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট না হয় যে আসামীর টাকা দেওনের ঐ কিছুকালের অক্ষমতার যে কারণ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন ইতি।—

৭২ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে ডিক্রীজারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্যনাহয় অথবা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল নাহয় তবে যে দিবসে ঐ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাঁচ দিবস অতীত না হইলে তাহা বিক্রয় হইবেক না ইতি।—

৭৩ ধারা। নীলাম নাহওন পর্য্যন্ত যে বেইলিফের দ্বারা তাহা ক্রোক হইল সেই বেইলিফ তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ সাহেবেরদের সম্মতি আছে সেইব্যক্তির জিম্মায় ঐ জিনিস বেইলিফ রাখিবেক ইতি।—

৭৪ ধারা। জজ সাহেবেরা সময়ক্রমে যে২ ব্যক্তি এবং যতব্যক্তিকে উচিত বোধকরেন সেই২ব্যক্তিকে এবংততব্যক্তিকে জিনিস রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে যেসকল জিনিসপত্র অথবা সম্পত্তি ক্রোকহয় তাহাবিক্রয় বা যাচাই করণার্থে তাঁহারদের বেইলিফের যতজনের অথবা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধহয় ততব্যক্তিকে শপথ করাইয়া দালালী এবং যাচনদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেপারেন এবং ক্ষতি অথবা অত্যাচার নাকরিয়া তাহারদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে

যত টাকার ও যেপ্রকার জামিন লওয়া ঐ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেইপ্রকারে প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন। এবং এইরূপে নিযুক্ত কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবেরা তগীর করিতে পারেন ইতি।——

৭৫ ধারা। এই আইনানুসারে যে জিনিস ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোকহয় তাহা কেবল উক্তক্রমে নিযুক্ত দালাল অথবা যাচনদারের দ্বারা ডিক্রীজারীর হুকুম প্রতিপালনার্থে নীলাম হইবেক ইতি।——

৭৬ ধারা। ঐ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া জিনিসের উৎপন্নের টাকাপ্রতি একআনা করিয়া দাওয়া হইবেক ও লওয়া যাইবেক। এবং যেরূপে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কোন্সেলে মঞ্জুরকরেন সেইরূপে জজ সাহেবেরা এইরূপে প্রাপ্ত টাকালইয়া উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এবং মেহতানার জন্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি।——

৭৭ ধারা। ঐ নীলামের দ্বারা যেসকল টাকা পাওয়া যায় আদালতের ক্লার্ক সাহেব তাহার এক হিসাব রাখিবেন এবং যাহারপক্ষে ডিক্রীজারিহয় সেইব্যক্তিকে যতটাকা দেওয়ায় এবং খরচা বলিয়া যতটাকা আদায় হয় ও হাতে রাখাযায় এবং নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাচনদারের দিগকে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার স্বতন্ত্র ২ হিসাব রাখিবেন ইতি।——

৭৮ ধারা। যেআসামীর বিরুদ্ধে অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয় সেই আসামী যদি তাহাজারী হওনের পূর্ব্বে ঐ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে যে জিলা অথবা শহরে ঐ ব্যক্তিকে পাওয়াযায় তাহার জজ সাহেবকে যদি করি-

য়াদী অথবা তাহার উকীল ঐ ২ বৃত্তান্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেয় এবং তাহার সঙ্গে আদালতের ডিক্রীর রীতিমত দস্তখৎকরা এক নকল দাখিলকরে তবে ঐ জজ সাহেবের আপনার ডিক্রী যেরূপে জারীকরিতে আইনে হুকুম আছে সেইরূপে ঐ ডিক্রীজারী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী ঐ ডিক্রীজারী নাকরণের কোন মাতবর কারণ দর্শায় এবং ঐ জিলা বা শহরের জজ সাহেব যত টাকার জামিন উচিত বোধকরেন তত টাকার জামিন এইমজমুনে দেয় যে ঐ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিক্রী রহিত করিতে অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিবেক তবে সেই ডিক্রীজারী হইবেকনা ইতি।—

৭৯ ধারা। যদি প্রাপ্তটাকা একশতটাকার অধিক না হয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিক্রী অন্যথাকরণার্থে যেকোন "রিট অফএরর" অথবা "সুপরসিডিয়সের" রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথবা তাহার দ্বারা কোন ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথাকরা যাইবেকনা। এবং একশতটাকার অধিক হইলেও যেব্যক্তি সেই প্রকার রিট অর্থাৎপরওয়ানার দরখাস্ত করে সেইব্যক্তি যদি সাবেক ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার তিনগুণ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের মঞ্জুরকরা দুই মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইব এবং সেইরিটের অনুসারে মোকদ্দমা নাহইলে অথবা সাবেক ডিক্রী বহালহইলে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা এবং খচার ডিক্রীহইয়াছিল তাহা পরিশোধ করি-

ব এবং দিব এবং ডিক্রীজারীর বিলম্বের বিষয়ে যে সকল ক্ষতি ও খরচা নির্দ্দিষ্টহয় তাহাদিব তবে পূর্ব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্থগিত প্রভৃতি হইবেক না ইতি।—

৮০ ধারা। কোনব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রীজারীর ওয়ারেণ্ট হইলে আদালতের ক্লার্ক সাহেব যতটাকা ও খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা এবং সেই ওয়ারেণ্টের খরচা সেই ওয়ারেণ্টে লিখিবেন। এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হয় সেইব্যক্তিযদি দ্রব্য ও সম্পত্তির প্রকৃত প্রস্তাব নীলাম হও-নের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মত টাকা ও খরচা অথবা তাহার যে অংশ ঐ টাকা পাওনিয়া ব্যক্তি আপন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা ও যে রসুমদিবার হুকুম এই আইনেআছে তাহা ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে অথবা যে বেইলিফের হাতে ডিক্রীজারীর ওয়ারেণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথবা দেওয়ায় কি দিতে প্রস্তাবকরে তবে ঐ ডিক্রীজারী নিবৃত্ত হইবেক এবং ঐ ব্যক্তির দ্রব্য ও সম্পত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।—

৮১ ধারা। এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্কসাহেব সকল সমনের ও সকল হুকুমের ও সকল ডিক্রীর ও ডিক্রীজারীর ও তাহারওয়াপোস ওসকল জরীমানা ওআদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদর্শন সময়ক্রমে আদালতের এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখাইবেন এবং সেই বহী ঐ আদালতের দফ্তরে রাখা যাইবেক। এবং এক কি ততো-ধিকজন জজ সাহেব তাহাতে রীতিমত দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ এক কি ততোধিক বহীরমধ্যে যেসকল লিপিথাকে তাহা অথবা আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকল ঐ আদালতের

ক্লার্কসাহেব যথার্থ নকল বলিয়া সহী ও নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা সকল আদালতে ও স্থানে ঐ প্রকার লিপির প্রমাণ এবং ঐপ্রকার লিপি বা লিপি সকলে যে কার্য্যের বিষয় লেখাআছে সেই কার্য্যের প্রমাণ এবং ঐ কার্য্য দাঁড়ামত হওনের প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।-

৮২ ধারা। এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্কসাহেব প্রত্যেক বৎসরের মার্চমাসে আদালতের ফরিয়াদীরদের যে সকল টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বের জানুআরি মাসের প্রথম দিবস অবধি পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত দাওয়া হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এবং যে২ ব্যক্তির জন্যে বা নিমিত্তে ঐ টাকা ঐ রূপে আদালতে দাখিল করাগিয়াছিল তাহারদের নাম ঐ ফর্দ্দে বিশেষ রূপে লেখা থাকিবেক এবং ঐ ফর্দ্দের এক নকল আদালতের বৈঠকের সময়ে আদালত ঘরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোনস্থানে লট্‌কান যাইবেক ও থাকিবেক এবং সর্ব্বদা ঐ ক্লার্ক সাহেবের দফ্‌তর খানায় লট্‌কান থাকিবেক। এবং যে সকল টাকা কোন ফরিয়াদীর বা ফরিয়াদীরদের জন্যে ঐ আদালতে দাখিল করাগিয়াথাকে এবং এই আইনজারী হওনের পূর্ব্বে ছয়বৎসর পর্য্যন্ত দাওয়া নাহইয়া রহিয়াছে এবং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্ম্ম কারকের হাতে আছে কি প্রকারান্তরে ঐ ফরিয়াদীরদের জন্যে ধার্য্যআছে তাহা এবং আর যেসকলটাকা উত্তরকালে কোন ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীদের উপকারার্থে ঐ প্রকার আদালতে দাখিল করাযায় তাহাযদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের

পর ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া নাহইয়াথাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যেরসুম লওয়াযায় তাহারন্যায় বোধহইয়া ব্যয় হইবেক এবং সেই হিসাবে জমা করাযাইবেক। এবং যে টাকা এইরূপে ছয়বৎসর পর্য্যন্ত বিনা দাওয়ায় আদালতে রহিয়াছে তাহার দাওয়া কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না। কিন্তু যেব্যক্তি ঐ প্রকার টাকার দাওয়ারাখে সেইব্যক্তি যতকাল নাবালগছিল কিম্বা বিবাহিতাস্ত্রী কি উন্মাদছিল কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরেছিল ততকাল ঐ ছয়বৎসরের হিসাব করণেতে গণ্য হইবেক না ইতি।——

৮৩ ধারা। যে ব্যক্তি সময়ক্রমে আদালতের জজ বা ক্লার্ক সাহেব কি কর্ম্মকারক হন যদি কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সময়ে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে জানিয়া শুনিয়া তাঁহার অপমানকরে অথবা জানিয়া শুনিয়া আদালতের কার্য্যের ব্যঘাতকরে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে ঐ আদালতের কোন বেইলিফ কিম্বা কর্ম্মকারক অন্যকোন ব্যক্তির সাহায্যলইয়া বা তাহাবিনা জজ সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রেফতার করিতেপারে এবং আদালতের বৈঠকের শেষ নাহওন পর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এবং জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে আপনারদের দস্তখৎকরা এবং আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারন্টের দ্বারা এই আইন ক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ করণের শক্তিআছে সেই কারাগারে ঐ অপরাধিকে সাতদিবসের অনধিক মিয়াদ পর্য্যন্ত কয়েদকরিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে অপরাধির পঞ্চাশটাকার অনধিকজরীমানা করিতে পারেন এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়াগেলে অপরাধিকে সাত

দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারাগারে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু সাতদিবসের পূর্ব্বে জরীমানার টাকা দেওয়াগেলে সেব্যক্তি খালাস হইবেক অথবা যদি সেইঅপরাধির নামে স্থপ্রিম-কোর্টেনালিশের যোগ্যহয় তবে এই আইনানুসারে সরাসরীদণ্ড নাকরিয়া ঐ অপরাধিরনামে স্থপ্রিমকোর্ট নালিশ করিতে পারেন ইতি।—

৮৪ ধারা। এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কর্ম্মকারক বা বেইলিফের উপর যদি তাহার নিয়মিত কর্ম্মকরণ সময়ে চড়াউহয় অথবা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়াছে কি যে জিনিস ক্রোকহইয়াছে তাহাউদ্ধার করাণার্থে যদিকোন উদ্যোগ হয়তবে যে ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে সেইব্যক্তি একশতটাকার অনধিক জরিমানা দেওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা আদালতের হুকুমক্রমে অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে উসুল হইবেক এবং আদলেতের বেইলিফ কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলা (ওয়ারণ্ট পাইয়া বা না পাইয়া) অপরাধিব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে এবং তাহাকে আদালতে অথবা মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে আনিতে পারে ইতি।—

৮৫ ধারা। উক্ত আদালতের যে কোন বেইলিফ ঐ আদালতের কোন ওয়ারণ্ট জারী করণেতে নিযুক্তহয় সেই বেইলিফ যদি ত্রুটির দ্বারা কি চক্ষু মুদনের দ্বারা কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের সুযোগ হারায় তবে ঐ ত্রুটি বা চক্ষুমুদন বা কসুরের কার্য্য আদালতের হুদ্বোধমতে প্রমাণ হইলে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধহয় তাহাদিতে বেইলিফের

প্রতি হুকুম করিতে পারেন ? কিন্তু কোন ব্যক্তিকে যত টাকার বিষয়ে ঐ জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা হইতে অধিক টাকা হইবেকনা এবং ঐ বেইলিফ তাহার বিষয়ে দায়ী হইবেক। এবং তাহার প্রতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যদি সেইটাকা দিতে ও পরিশোধ করিতেস্বীকার না করে তবে আদালতের ডিক্রী-জারী করণের যেরীতি ও উপায় এই আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে ঐ টাকা আদায় করা যাইবেক কিন্তু তাহা হইলেও ঐ আসল ওয়ারেণ্টজারী হওনের কোন বাধা হইবেক না ইতি।—

৮৬ ধারা। যদি আদালতের কোন ক্লার্কসাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্ম্মকারকের প্রতি এই অভিযোগ হয় যে ঐ আদালতের হুকুমের ছলবা প্রতারণাক্রমে তিনি জবরদস্তী করিয়া টাকা লইয়াছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অথবা এই আইনের ক্ষমতা ক্রমে যে কোন টাকা আদায় করিয়া থাকেন তাহারীতিমতে দেন নাই অথবা তাহার হিসাব দেন নাই তবে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং যেরূপে কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করান যাইতে পারে সেইরূপে যেসকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজির হইবার আবশ্যক আছে তাহারদিগকে তলব করিতে এবং হাজির করাইতে পারেন এবং যে কোন টাকা জবরদস্তী করিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে অথবা যে টাকা সেইরূপে আদায় হইয়াছিল তাহারীতিমতে দেওনের বিষয়ে এবং খেসারতের ও খরচার টাকা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন। এবং আরোযদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে একশত টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহারা প্রচুর বোধ-

করেন তাহা ঐ ক্লার্কসাহেব ও বেইলিফ অথবা কর্ম্মকারকের প্রতি দিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যেটাকা এইরূপে দেওনের হুকুম হয় তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করাওনের যেরীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।—

৮৭ ধারা। এই আইনজারী করণের কার্য্য অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে যে কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি অন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তিনি যদি আপনার নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানাছাড়া এই আইনজারী করণের বিষয়ে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করাগিয়াছে বা যে কার্য্য করিতে হয় তজ্জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে জানিয়া শুনিয়া এবং রেশ্বৎ স্বরূপ কোন রসুম বা পুরস্কারের দাওয়া করেন বা সন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মুখে প্রমাণ হইলে সেইব্যক্তির বিষয়ে এইহুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর কখন কর্ম্ম পাইতে বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং ইহারমধ্যে নির্দ্দিষ্টমত খেসারতের বিষয়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু ক্লার্ক সাহেবের এই অপরাধ হইলে আদালতের হুকুম শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না করিলে তাঁহার দণ্ড হইবেক না ইতি।—

৮৮ ধারা। এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুমজারীক্রমে যে জিনিস কি সম্পত্তি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা সেই জিনিসের উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ হুকুম বাহির হইয়াছে সে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ হুকুম জারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ

হওনের পূর্ব্বে বা পরে এক সমন দিতে পারেন এবং ঐ সমনের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ হুকুম বাহির করিল এবং যে ব্যক্তি সেইরূপ দাওয়া করিল উভয়ের আদালতে তলব হইবেক। এবং তাহা হইলে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টে যে কোন নালিশ উপ্থিত হইয়া থাকে তাহা রহিত হইবেক এবং সুপ্রিমকোর্টের কোন জজ সাহেবের নিকটে যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে ঐ সমন-জারী হইয়াছে এবং সেই জিনিস ও সম্পত্তিজারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল তবে যে ব্যক্তি ঐ রূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালত হইতে ঐ সমন বাহির হও-নের পর ঐ নালিশক্রমে যে সকল কার্য্য হইয়াছেতাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন। এবং অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদা-লতের জজ সাহেবেরা সেই দাওয়ার বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে এবং কার্য্যের খরচার বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে যে হুকুম উচিত বুঝেন সেই হুকুম করিবেন এবং ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন হুকুম যেরূপে জারী হয় সেইরূপে ঐ হুকুমজারী হইবেক ইতি।—

৮৯ ধারা। শহর কলিকাতায় অল্পভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিয়ম করণের বিষয়ে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে২ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাঁচশতটাকার অনধিক ভাড়ার বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এবং এই আইনক্রমে অল্প-মূল্যের মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবেরা আ-পন২ এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ আইনের মধ্যে „ কলিকাতা এবং বাঙ্গলা দেশের কোর্টউলিয়মের বসতি ” এই কথার পরিবর্ত্তে ” ঐ আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দ „ পাঠকরা যাইবেক এবং “

আদালতের কমিস্যনর ,, এইকথার পরিবর্ত্তে ,, এই আইনানুসারের স্থাপিত অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা ,, এইকথা পাঠকরিতে হইবেক এবং ঐ আইনে যেখানে একশতটাকা লেখা আছে সেখানে পাঁচশতটাকা পাঠ হইবেক এবং উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে নানাপাঠ আছে তাহা তদনুসারে ফেরফার করা যাইবেক এবং তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্ত্তে এই আইন উল্লেখ করিতে হইবেক ইতি।—

৯০ ধারা। উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ স্বক্তিপত্র দিবার হুকুম আছে তাহা প্রত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি ঐ বাকীটাকা পাইবার অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোখ্তার করিতে পারে এবং এমত আফিডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি।—

৯১ ধারা। যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাটীর বার্ষিক মূল্য কিম্বা ভাড়া পাঁচশতটাকার অধিক হারের না হয় এমত ঘর কি ভূমি কিম্বা বাটী যদি কোনব্যক্তি মালিকের অনুমতি বিনা দখল করে কিম্বা বাটীত্যাগ করিবার আইনমত এত্তেলা দিলে যে পাট্টা অথবা একরার শেষ এবং নিবৃত্ত হয় এইমত পাট্টা কি একরার ক্রমে দখল করে তবে সেই ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়াটিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ বাটীতে না থাকিলে অথবা তাহার কেবল কতকভাগে থাকিলে যেব্যক্তি সেই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সেইবাটী অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেইবাটী কি তাহার সেইভাগ ত্যাগকরিতে এবং তাহার দখল ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই

বাটীর মালিক অথবা তাহার গোমাশ্তা ঐ ভাড়াটিয়া কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির নামে আদালত হইতে এই মজমুনে সমন বাহির করিতে পারে যে দখীলকার যে স্বত্বক্রমে ঐ বাটী কিম্বা তাহার একভাগ দখল করিবার দাওয়াকরে তাহা দর্শায় ইতি।—

৯২ ধারা। যদি তাহাতে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে ও স্থানে হাজির নাহয় এবং তাহার বিরুদ্ধ কারন না দশায় এবং তথাপি ঐ বাটি অথবা তাহার যেভাগ তৎসময়ে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাটির মালিক বা তাহার গোমাশ্তাকে দিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটির মালিক বা তাহার গোমাশ্তা সেই বাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমাণ এবং যদ্যাপি তাহা ভাড়া দেওয়া গিয়াথাকে তবে সেই ভাড়ার মিয়াদের শেষহওন অথবা প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হওনের প্রমাণ ও যে সময়ে ও যে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এবং যে স্বত্বের দ্বারা সে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওয়াকরে সেই স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে ইতি।—

৯৩ ধারা। ঐ সমন উপযুক্তমতে জারীহওনের প্রমাণ এবং বিষয় বিশেষে ভাড়াটিয়া অথবা দখীলকারের ক্রুটি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজসাহেবেরা আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারন্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এবংতাহাতে তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে ঐ ওয়ারন্টে লিখিত মিয়াদের মধ্যে অর্থাৎ ঐ ওয়ারন্টের তারিখের পর সম্পূর্ণ সাত দিবসের কম না হয় ও দশদিবসের অধিক না হয় ঐ বাটীর দখল ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমশ্তাকে দেয়। এবং ঐ ওয়ারন্টের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ যতজন আবশ্যক বোধকরে ততজন লইয়া ঐ বাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহার

দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্তু জানাকর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারেন্টক্রমে রবিবারে অথবা গুডফ্রাইডে কি ক্রিসমিসডে অর্থাৎ বড়দিনে অথবা অন্য যে কোন দিবস ঐ আদালত পর্ব্বেরন্যায় মানেম সেই দিবসে বাটীর মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না। অথবা প্রাতঃকালের ছয়ছঘণ্টা অবধি অপরাহ্নের ছয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রবেশকরা যাইতে পারে না। কিন্তু জানাকর্ত্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থকরিতে হইবেকনা যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ঐ ওয়ারেন্ট দিয়াছেন সেই ব্যক্তির ওয়ারেন্ট পাওন সময়ে যদি সেই বাটীর দখলের বিষয়ে কোন আইন সিদ্ধ স্বত্ব ছিলনা তবে সেই রূপ বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও তাহা দখল করণের বিষয়ে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার তাহার নামে যে নালিশ করিতে চাহে সেই নালিশি হইতে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবেক ইতি।

৯৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারীহইতে পারে, অথবা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকারকে আদালতের এলাকার মধ্যে না পাওয়াযায় তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে বাটীত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এবং দৃষ্টতঃ তথায় বাস করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহাজারী হইতে পারে। কিন্তু যদি সেইব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী করণার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে যে বাটী এইরূপে ত্যাগ

করণের অস্বীকার হইয়াছে সেই বাটীর সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লট্‌কাইলে ঐ সমন জারী হইতেপারে ইতি।—

৯৫ ধারা। যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল [illegible]র ঐ বাটীর দখলের বিষয়ে আইন সিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিলনা [illegible] ঐ আদালতের যে ২ জজ সাহেব অথবা যে ক্লার্ক সাহেবের [illegible] পূর্ব্বোক্তমতে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের বিরুদ্ধে [illegible]ণ্ট দেওনের বাবৎ অথবা যে বেইলিফ কি অন্যকোনব্যক্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্টজারী হইয়াছিল কিম্বা ঐ সমন লট্‌কান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহাজারী করণের বাবৎ কি ঐ সমন লট্‌কাওনের বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইতে পারিবেকনা ইতি।—

৯৬ ধারা। যে ব্যক্তিকে বাটীর মালিকের পূর্ব্বোক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর অথবা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার যে অংশত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল সেই অংশের দখলের আইন সিদ্ধ স্বত্বছিল সেই ব্যক্তিকে ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমস্তা কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্মকারি অন্য কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানুসারে দখল পাইবার কার্য্যের রীতির কোন দাঁড়ার বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল ইহাবলিয়া সেই ব্যক্তি "ট্রেসপাস" অর্থাৎ অন্যায় রূপে প্রবেশকারি জ্ঞান হইবেকনা। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে ঐ বেদাঁড়া অথবা অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতেপারে এবং তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে কহে তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিত হইবেক এবং ঐ বিশেষ ক্ষতির জন্যে মোকদ্দমার খরচাসমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে। কিন্তু জানাকর্ত্তব্য যে যে বিশেষ ক্ষতির বিষয়ে দাওয়া

ত্তের বিধান ক্রমে দিতে পারেন এবং ঐ বিধানের ঐ বণ্ড বাতিল করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি।—

১০০ ধারা। এই আইন জারী হওয়নের পূর্ব্বে যে সকল নালিশ ও কার্য্য সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশে-তে যদি অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতের কোন কর্ম্মকারক একপক্ষহন এবং সেই নালিশে যদি এই আদালতের হুকুমজারী ক্রমে লওয়া কোন জিনিস ও সম্পত্তি অথবা তাহার উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে দাওয়া নাহয় তবে এইআইন নাহইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহার নিষ্পত্তি তথায় হইতে পারে ইতি।—

১০১ ধারা। যে২ কারণ পূর্ব্বোক্ত ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য যে কোন কারণে এই আইনেরদ্বারা স্থাপিত আদালত হইতে সমনবাহির করাযাইতে পারিত সেইকারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আরম্ভহয় এবং বন্দোবস্ত মূলক মোকদ্দমা হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচশত টাকারন্যূনে ডিক্রীহয় অথবা হানি মূলক নালিশ হইলে যদি একশত টাকার কমের ডিক্রীহয় তবে ফরিয়াদীর কেবল ততটাকা ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইবেক এবং কোন খরচা দেওয়া যাইবেকনা। এবং যদি ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী নাহয় তবে উকিল ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়াথাকে সেইরূপে আসামী আপনার খরচা পাইতে পারে। কিন্তু উভয় গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে ইহালেখেন যে ঐ মোকদ্দমার কাঠিন্য কি নব্যতা কিম্বা সাধারণ গুরুত্ব প্রযুক্ত

অথবা ঐ অল্পমূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেইপ্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত রীতি হওন প্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্যছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেকনা ইতি।

১০২ ধারা। এই আইনের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্কসাহেব বা বেইলিফ কি কর্ম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমেরছলে বা বাহানায় কোন অত্যাচার করণের বিষয়ে তাঁহারনামে যদি কোনব্যক্তি সুপ্রিমকোর্টে নালিশকরে এবং সেই মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিয়াদীরপক্ষে পাঁচশত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী নাহয় তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে আদালতে ইহা নালেখেন যে ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্যছিল তবে সেই নালিশে ফরিয়াদীরপক্ষে কোনখরচার ডিক্রী হইবেকনা ইতি।

১০৩ ধারা। যে সকল দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্টহয় বা নির্দ্দিষ্ট হওনের হুকুম আছে এবং তাহা আদায়করণের ও ব্যয়করণের বিষয়ে এইআইনেরমধ্যে কোনবিশেষ হুকুম নাথাকে সেই ২ দণ্ড প্রভৃতির বিষয়ে অপরাধি ব্যক্তি যেস্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা যেস্থানে অপরাধ করাগিয়াছিল সেইস্থানে যেজষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা আছে তাঁহার সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে সেই ২ দণ্ড প্রভৃতি এবং সমনের ও অপরাধ নিদ্ধার্য্য করণের খরচা [illegible] জষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখৎ করা ওয়ারণ্টক্রমে [illegible] ক্রোক ও বিক্রয়ে [illegible]

নাহগারী কি জরীমানা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্টথাকে তবে তাহা ঐ জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়াযাইবেক ইতি

১০৪ ধারা। যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী এবং জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার থাবৎ সুগমমতে ওয়াপোস হইতে না পারে তাবৎ ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষীকৃত অপরাধিকে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু ক্রোকী পরওয়ানা ওয়াপোস করণের যে দিন নিরূপণ হয় সেইদিনে হাজির হইতে যদি ঐ অপরাধী জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেয় তবে সেইব্যক্তি আটক হইবেক না ঐ দিবস জামিন লওন অবধি আট দিবসের অধিক হইবেক না এবং ঐ জামিন জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুচলকার দ্বারা বা প্রকারান্তরে যে রূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে লইতে পারেন ইতি।

১০৫ ধারা। সেই পরওয়ানা ওয়াপোস হইলে যদি দৃষ্টহয় যে আহার দ্বারা প্রচুরমতে ক্রোক হইতে পারে না অথবা যদি অপরাধির কবুলের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোধহয় যে ঐ জুষ্টিসকিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের এলাকার মধ্যে যাহাতে ঐ দণ্ড ও গুনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাকা দেওয়া যাইতে পারে এইমত সেই ব্যক্তির প্রচুর জিনিস ও সম্পত্তি নাই তবে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন বিবেচনা ক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির নাকরিয়া তিন কালেণ্ডর মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত অপরাধিকে জেলখানায় কি হরিণ বাড়িতে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি সেইদণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা ও তাহা আদায় করণের সকল ওয়াজিবী

খরচা তিন মাসের পূর্ব্বে দেওয়াযায় ও পরিশোধহয় তবে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে মুক্তহইবেক ইতি।—

১০৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা দেওয়া-গেলে এবং আদায় হইলে যদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রকা-রান্তরে ব্যয় করণের কোন হুকুম না থাকে তবে তাহা সময়ক্রমে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ আদালতের রস্‌ম যেরূপে ব্যয়হয় সেইরূপে ব্যয় হইবেক ইতি।—

১০৭ ধারা। যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন দণ্ডকি জরীমানা জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হওনের যোগ্য হয় সেই সকল গতিকে তিনি নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে তলব করিতেপারেন এবং ঐ তলবক্রমেঐ নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতেপারেন এবংতাহারনিকটে সেইবিষয়ে কোনলিখিত এজহার না হইলে ও অপরাধের প্রমান পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ড কিম্বা জরীমানা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা আদায় করিতে পারেন এবং তাঁহার সম্মুখে লিখিত এজহার হইলে যে রূপহইত সেইরূপে লিখিত এজাহার বিনা সমন ক্রমে যে সকল কার্য্যহয় তাহা সর্ব্বতো ভাবে সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক ইতি।—

১০৮ ধারা। এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে অপরাধ সাব্যস্তের পাঠ পশ্চাৎ লিখিত পাঠ বা তাহার মজমুনে লেখাযাইতে পারে।

„ সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুকসালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ আমার সম্মুখে (অর্থাৎ ১৮৫০ সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ সাহেবের সম্মুখে) অমুক (এইস্থানে অপরাধ ।

খিতে হইবেক) অপরাধের বিষয়ে দোষী হইল। এবং আমি অথবা আমরা মাজিস্ট্রেট কিম্বা জজ সেই ব্যক্তির এতটাকা জরী মানাদিতে অথবা অমুক স্থানে এতকালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হুকুম করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দিবসে আমারদের দস্তখৎ করা ও মোহর করা এই হুকুম হইল ইতি।" ——

১০৯ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ে যে কোন হুকুম বা ফয়সলা কি ডিক্রী বা অন্য কার্য্যহয় তাহা দাঁড়ার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত অন্যথা অথবা রহিত হইবেকনা ইতি।——

১১০ ধারা। যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কোন টাকার জন্য ক্রোকহয় তখন এজহার কি সমন কিম্বা দোষ সাব্যস্ত করণ বা ক্রোকী পরওয়ানা কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্য দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইয়াছে বা দাঁড়ার অভাব আছে বলিয়া ঐ ক্রোক বেআইনী বোধ হইবেকনা এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি ,, ত্রেসপাসের " অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং ক্রোক করণিয়া ব্যক্তি যদি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্মকরে তবে তন্নিমিত্তে সেই ক্রোক করণিয়াব্যক্তি আদৌ ,, ত্রেসপাসের ,, অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু ঐ বেদাঁড়ার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেইব্যক্তি ঐ বিষয় সম্পর্কীয় নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষতিরজন্যে সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি।——

১১১ ধারা। এই আইনানুসারে করা কোন কার্য্যের বাবৎ যে কোন মোকদ্দমা এবং নালি[illegible] কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে হয় [illegible] ঐ কর্ম্ম হওনের [illegible] তিন ক[illegible]লেণ্ডর মাসের মধ্যে আরম্ভ [illegible]ইবেক এবং তৎপরে হ[illegible]বেকনা। এবং মোকদ্দমার [illegible] এক লিখিত [illegible] নালিশ আরম্ভ হও-

নের পূর্ব্বে অন্যূন এক কালেণ্ডর মাসের পূর্ব্বে ঐ আসামীকে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ আরম্ভ হওনের পর যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযুক্ত সংখ্যক টাকা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী ঐ রূপ কোন মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক ইতি।

রসুমের তফসীল।

যাহার অধিক নহে	প্রত্যেক তলব চিঠী কি সফীনা	ওয়ারণ্ট
১০৲ টাকা	৵০	৵০
২০৲	।০	।০
৫০৲	।।০	।।০
১০০৲	১৲	১৲
২০০৲	১।০	২৲
৩০০৲	১।।০	৩৲
৪০০৲	১৸০	৪৲
৫০০৲	২৲	৫৲

এফ জে হালিডে।
গবর্ণমেণ্টের